বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
১৩ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২৮ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা ।। ৪পাতা

পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যর্থ কেন্দ্র',নিট-সিবিএসই-এসএসসি 'দুর্নীতি' নিয়ে সরব অভিষেক



উড়িয়ে দেব', ইরান যুদ্ধের মধ্যেই এবার ওমানকে হুমকি ট্রাম্পের!



ইরানে রাতভর বোমাবর্ষণ আমেরিকার, পালটা মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা তেহরানের!

# মায়াপুরের ইসকনে গো সেবায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

## গীতার বাণী মেনে জনকল্যাণের বার্তা

**নয়া জামানা , মায়াপুর ঃ** মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার মায়াপুর সফরে এসে ইসকন মন্দিরে পুজো ও গো-সেবায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে মায়াপুরের ইসকন চত্বরে পৌঁছে প্রথমে গোশালায় বিশেষ পুজো করেন তিনি। এরপর গো-সেবা শেষে চন্দ্রোদয় মন্দিরে গিয়ে রাধামাধবের দর্শন ও আরতিতে অংশ নেন।মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো ও আরতি শেষে সাষ্টাঙ্গ প্রণামও করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। পাশাপাশি, ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মন্দিরেও



পুজো দেন তিনি।সফর শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই মায়াপুরে আসার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তিনি জানান, এর আগে কালীঘাট, বেলুড় মঠ, জৈন মন্দির এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, রাধামাধবের দর্শন, গোমাতার সেবা, চৈতন্যদেবকে স্মরণ এবং কীর্তন-ভজন শোনার ইচ্ছা ছিল। গীতার বাণী গ্রহণ করে আগামী দিনে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গ তার হারানো গৌরব ফিরে পাক এই প্রার্থনা নিয়েই এসেছি।তিনি আরও বলেন, আমার অন্তর এখানে রয়েছে। আমি হৃদয় থেকে এসেছি। আমি একজন সনাতনী এবং ইসকনের ভক্ত। ইসকনের সন্ন্যাসীরা নিঃস্বার্থভাবে গীতার প্রচার ও প্রসার করে চলেছেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতি বছর দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় তিনি রাধামাধবের অভিষেকেও অংশ নেন।মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানেও অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। গোশালায় গোমাতার পা জল দিয়ে ধোয়া, খাদ্য প্রদান-সহ বিভিন্ন আচার পালন করেন তিনি। পরে মন্দির চত্বরে উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

# মুখপাত্র পথ ছাড়লেন শান্তনু

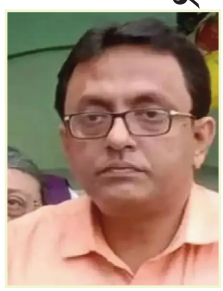



নয়া জামানা ঃ ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলীয় পদ ছাড়ার প্রবণতা অব্যাহত। হারের দায় ও দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে একের পর এক নেতা পদত্যাগ করছেন। এবার জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ডাঃ শান্তনু সেন। বৃহস্পতিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে আর জি কর কাণ্ড, অভয়া কাণ্ড, চাকরি বিক্রিসহ দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের অভিযোগে মানুষ দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অবস্থায় মুখ পাত্র হিসেবে এসবকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন তিনি।

# রহিন পরবে-র শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

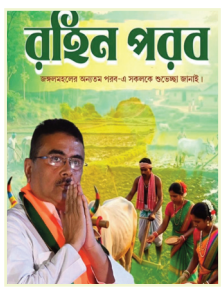




**নয়া জামানা ঃ** জঙ্গলমহল সহ সমগ্র রাজ্যবাসীকে রহিন পরব-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আজকের এই পবিত্র দিনে পবিত্র মাটি ও বীজকে প্রণাম জানিয়ে কৃষিজীবী সমাজের সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছাবার্তার হাত ধরেই জঙ্গলমহলের লাল মাটিতে যেন বেজে উঠল মাদলের সেই চেনা সুর। রুক্ষ মাটির বুক চিরে জেগে উঠল নতুন প্রাণের স্পন্দন। অরণ্যসুন্দরী জঙ্গলমহলের আদিবাসী ও কুড়মি সমাজের এ এক ঐতিহ্যবাহী কৃষি উৎসব।

# সৌগতকে ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভ

নয়া জামানা ঃ দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে লক্ষ্য করে ছোড়া হল কাঁচা ডিম। তাঁকে লক্ষ্য চোর-চোর স্লোগানও দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিমতায় ব্যাপক উত্তেজনা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এই কাজ করেছে বলেই অভিযোগ। যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, সাধারণ মানুষ চুরি, দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

# ভুবনেশ্বরে এবিভিপির কেন্দ্রীয় বৈঠক

## বাংলাকে নিয়ে বিশেষ প্রস্তাব পাস

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** ওড়িশার ভুবনেশ্বরে শিক্ষা ও অনুসন্ধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর একদিনের কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির বৈঠক সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সভাপতি প্রফেসর রঘুরাজ কিশোর তিওয়ারি, রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিরেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রী আশীষ চৌহানের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই বৈঠকের সূচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভায় অংশ নেন।এবারের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিশেষ অভিনন্দন প্রস্তাব




সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবে সহিংসতা, ভয় ও তোষণের রাজনীতিকে পরাজিত করে রাজ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জনমত গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অভিনন্দন জানানো হয়।বৈঠকে বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতি, শিক্ষাব্যবস্থা, যুবসমাজের ভূমিকা এবং জাতীয় নিরাপত্তার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিরেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি জানান, শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্য দূরীকরণ এবং আরবান নকশালবাদের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবিভিপি দেশজুড়ে লাগাতার আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি,

বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর, হোস্টেল সমীক্ষা এবং মিশন সাহসী-র মতো বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্রমুখী কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়েও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। ভারতীয় দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে এই বৈঠক শেষ হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-05-2026 18:04 Page 2



# ভারতের ভয়ংকর সুন্দর রোপওয়ে

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** জম্মু ও কাশ্মীরের পাটনিটপে 'স্কাইভিউ গন্ডোলা'-র পথ তৈরিতে একটিও গাছ কাটা যায়নি। ভারত তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এমন ঘটনা বিরলতম। তাই প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এই যাত্রা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।যে কোনও প্রাকৃতিক শোভাই বুঝি কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যদি তা দেখার আঙ্গিক বদলে ফেলা যায়। মাটিতে পা রেখে যে দৃশ্য দেখতে যেমনটা লাগে, সেই দেখার চোখই একেবারে পালটে যায়, যদি আকাশ থেকে পাখির চোখ দিয়ে দেখ তে পারা যায়। পাখির মতো স্বেচ্ছায় উড়ে বেড়ানোর সুযোগ মানুষের না থাকলেও রোপওয়ে-তে উঠলে এই ইচ্ছের অনেকটাই পূরণ হয়।আকাশ থেকে নিচের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে অবশ্য বিদেশ বিভূঁইয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ভারতেই রয়েছে এমন সাত জায়গা, যেখানে পর্যটকেরা রোপওয়ে চাপার সুযোগ পেতে পারেন।

**সিকিমের ইয়াংয়াং রোপওয়ে**

দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলায় পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই রোপওয়ে। ধপের থেকে ভালেধুঙ্গা যাওয়ার চড়াই পাহাড়ি পথ এড়িয়ে রোপওয়ে পৌঁছানো যায় মাত্র মিনিট দশেকে। সাড়ে তিন কিলোমিটারের রোপওয়ে পথে পাড়ি দেওয়ার সময়, নিচে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় তিস্তা ও রঙ্গিত নদী। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পান্দিম পর্বতের চূড়াও চোখে পড়ে।

**জম্মু ও কাশ্মীরের 'গুলমার্গ গন্ডোলা'**

ভারতের সবচাইতে জনপ্রিয় রোপওয়েগুলির মধ্যে অন্যতম। এশিয়ার 'হাইয়েস্ট অপারেটিং কেবল কারস'-এর অন্যতমও বটে। গুলমার্গ থেকে কোন্দরি উপত্যকায় যাওয়া যায় এই পথে, সেইখান থেকে আবার অপহরওয়াট পিক। শীতকালে এই গন্ডোলায় বসেই দেখতে পাওয়া যায় বরফাবৃত উপত্যকা, পাইন বনের জঙ্গল। গ্রীষ্মে আবার ঘন সবুজ হয়ে

ওঠে সব। সে শোভা আরেকরকম।

**জম্মু ও কাশ্মীরের পাটনিটপে 'স্কাইভিউ গন্ডোলা'**

এই রোপওয়ে চড়ে পাটনিটপ ঠেলে সঙ্গেত উপত্যকা যেতে সময় লাগবে মিনিট বারো। দেখতে পাওয়া যাবে শিবালিক পর্বত শ্রেণি। এই গন্ডোলার পথ তৈরিতে একটিও গাছ কাটা যায়নি। ভারত তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এমন ঘটনা বিরলতম। তাই প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এই যাত্রা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।

**হিমাচল প্রদেশের মানালি**

রোপওয়ে চড়ে সোলাং ভ্যালি থেকে যাওয়া যায় মাউন্ট ফাতরু। মাত্র দশ মিনিটের যাত্রাপথেই অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়।

**উত্তরাখণ্ডে মুসৌরির গান হিল রোপওয়ে**

ম্যাল রোড থেকে গান হিল যাওয়ার এই পথ পর্যটকদের অন্যতম প্রিয়। হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকায় সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখে আবেগে ভাসেন ছোট বড় সকলেই।

**সিকিমের গ্যাংটক রোপওয়ে**

দেওরালি বাজারে শুরু হয়ে, নামনাং ও তাশিলিং পেরোয় যাত্রাপথে। পাহাড়ি খুদে বাড়ির সারি, কুয়াশাঘেরা উপত্যকা ও পাহাড়ির শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায় ভিতরে বসেই।

**রাজস্থানের উদয়পুরে মানসাপূর্ণা করণী মাতা রোপওয়ে**

তালিকায় একেবারে অন্যরকম এই রোপওয়ে পথটি। পাহাড়-নদীর বদলে দৃশ্যপট দখল করে লেক, দুর্গ, প্রাসাদ এবং আরাবল্লি পর্বতমালা। দিনদয়াল উপাধ্যায় পার্ক থেকে চাপা যায় এই রোপওয়েতে। যাওয়া যায় করণী মাতা মন্দির। পথে উপর থেকেই দেখতে পান পর্যটকরা পিছোলা লেক, ফতেহ সাগর লেক প্রভৃতি।

# ১৭০০ বছর পুরনো

## সমাধিস্থ দেহের পোশাকে বেগুনি রং সোনার চেয়েও মূল্যবান!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** টিরিয়ান পারপেল নামের রঞ্জক নাকি প্রাচীন রোম-সহ সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যগুলিতে মহামূল্যবান বলে গণ্য করা হত। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির প্রাচুর্যের পরিচায়কই ছিল তাঁর আয়ত্তে থাকা এই বিশেষ বেগুনি রঙে রঞ্জিত কাপড়। কাপড়ের রঞ্জকের দাম সোনার চাইতে বেশি; এমনটাও কি হতে পারে? আজ দাঁড়িয়ে অসম্ভব মনে হলেও প্রাচীন রোমে তেমনটা ছিল না। সত্যিই সোনার দ্বিগুণ দাম দিয়ে ধনী পরিবার কিনে নেওয়া যেত সামান্য পরিমাণ রঞ্জক! দীর্ঘকাল ধরেই প্রাচীন রোম সামাজ্যের সমাধি নিয়ে গভীর চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। বলা বাহুল্য, ধনী পরিবারের সদস্যদের সমাধিস্থ করার সময় ব্যবহার হত দামী পোশাক। শরীরের সঙ্গেই সমাধিস্থ করা হত বহু মহামূল্যবাণ সামগ্রীও। যদিও যে কোনও কাপড়েরই নির্দিষ্ট মেয়াদকাল রয়েছে। একটা সময়ের পর তা শতচ্ছিন্ন হয়ে মিশে যায় ধুলো-ছাইয়ের সঙ্গে। ফলে বহু যুগ আগের সমাধি খোলা গেলেও তার পরনের পোশাকটি সম্পর্কে ধারণা করা দুরূহ হয় গবেষকদের পক্ষে।তবে এই বিশেষ রোমান সমাধিগুলি খতিয়ে দেখতে গিয়ে রীতিমত হতবাক হয়ে যান তাঁরা। দেহের সঙ্গে খুঁজে পান অদ্ভুত বেগুনি-রঙা কাপড়ের টুকরো! কী সেই কাপড়? জানা যাক বিশদে। মূলত রোমান ইয়র্কে শিশুদেহের সমাধি নিয়ে চলছিল এই গবেষণা। এই সময় দুটি প্রাপ্তবয়স্ক সমাধির মাঝে শায়িত এক

শিশুর সমাধি খুঁজে পান তাঁরা। গণনা করে জানান, কফিনগুলির বয়স প্রায় ১৭০০ বছর। দীর্ঘকাল পাথরের কফিনে শায়িত ছিল সবক'টি দেহই। অনুমান করা হয়, দুই বছর বয়স নাগাদ মৃত্যু ঘটেছে শিশুটির। তাঁরা খুঁজে পান সীসার তৈরি অন্য একটি কফিনও, যার ভিতর একটিমাত্র শিশুদেহ, বয়স আনুমানিক কয়েক মাস।দেহে লেগে থাকা পোশাকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে চমকিত হন গবেষকরা। তাঁরা দেখেন, সোনার সুতোতে সেলাই করা হয়েছে পোশাকে, রঙ ধরানো হয়েছে বিশেষ 'টিরিয়ান পারপেল' ডাই দিয়ে। সূত্র মতে, এই ডাই ব্যবহার করতেন কেবলমাত্র সমাজের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। এই 'টিরিয়ান পারপেল' নামের রঞ্জক নাকি প্রাচীন রোম-সহ সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যগুলিতে মহামূল্যবান বলে গণ্য করা হত। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির প্রাচুর্যের পরিচায়কই ছিল তাঁর আয়ত্তে থাকা এই বিশেষ বেগুনি রঙে রঞ্জিত কাপড়।এক চিমটে রঙের জন্য সংগ্রহ করতে হত বহু সংখ্যক মিউরেক্স প্রজাতির শামুক। তাদের খোলা গুঁড়ো করে উজ্জ্বল বেগুনি রং তৈরি হত। স্বাভাবিকভাবেই, চাহিদা অনুযায়ী যোগান সম্ভব ছিল না। ফলে উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে টিরিয়ান পারপেলের দাম।

এক সময় তা এতটাই মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় যে তার তুলনায় কয়েকগুণ সস্তা হয়ে যায় সোনাও।কী করে তা এতকাল অক্ষত রয়ে গেল, তার পিছনেও রয়েছে এক কাহিনি। সে সময়ে রোমদেশে মৃতদেহ সমাধির সময় লিকুইড জিপসাম ছড়িয়ে দেওয়ায় হত সর্বত্র। সময়ের সঙ্গে তা শক্ত পাথরের মতো অবস্থায় পৌঁছাত। খোলসের মতো আবৃত করে ফেলত মরদেহটিকে। ফলে ভিতরে থাকা যাবতীয় উপাদান টিকে থাকত দীর্ঘকাল।

# জেন জি'র প্রেমের অনুপ্রেরণা পেঙ্গুইন!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** বরফের দীর্ঘ পথ ধরে হেঁটে চলেছে একসারি পেঙ্গুইন। তার একটি, পথে হঠাৎই থামল, নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল ছোটখাটো কয়েকটা নুড়িপাথর। তারপর এগিয়ে গিয়ে, তা তুলে দিল সঙ্গিনীর হাতে। সঙ্গিনীও ভারী খুশি তাতে। প্রাণীবিশেষজ্ঞরা জানেন, পেঙ্গুইনদের মধ্যে এই আচরণ নতুন নয়। বরং চিরায়ত প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গীই। এমন অনেক পেঙ্গুইন রয়েছে, যারা জীবনের বেশিরভাগ সময় কোনও একজন সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটিয়ে দেয়। বছরভর রীতিমতো প্রেমের জানান দেন একে অপরকে। নুড়ি সংগ্রহ করে দেওয়াও প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ তাই। এ যেন প্রেমিক অথবা প্রেমিকার সঙ্গে নিজের পছন্দের ছোট কোনও উপহার এনে দেওয়া।আর এ থেকেই বর্তমান প্রজন্মের প্রেমের ভাষায় যোগ হয়েছে নতুন শব্দ; 'পেবলিং'। 'পেবল' অর্থাৎ নুড়ি। জেন-জির প্রেমের ভাষা চিরপরিবর্তনশীল। তাতে সদাই নতুন নতুন শব্দের যোগ হয়। জেন প্রেমকে নতুন আঙ্গিকে দেখা এই নতুন প্রজন্মের কখনওই ফুরোয় না! 'পেবলিং' তারই অংশ। এর অর্থ, ব্যস্ত জীবনের হইহল্লার মাঝে সঙ্গীর মন খুশি হবে, এমন ছোট্ট কোনও উপহার নিয়ে আসা তার জন্য।এর জন্য বিশাল খ রচাপাতি নেই কিন্তু! হাতি-ঘোড়া উপহার এনে হাজির করতে হবে, আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে হবে বাড়ির ছাদে; এমন আহামরি দাবির কথাও নেই। সামান্য কিছু, সাধারণ কিছু; যা দেখে একজন অনুভব করতে পারে যে অন্যজন দূরে থেকেও ভেবে গিয়েছে তারই কথা। হয়তো গড়িয়াহাটের ভিড় সামলে কেনা একজোড়া কানের দুল। কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের পাহাড় বেছে, সঙ্গীর পছন্দ হবে এমন একখানা বই।

অথবা ঠোঙায় মোড়া গরম ডালবড়া, কারণ সঙ্গী কোনও এককালে বলেছিল ডালবড়া ভালোবাসে!এমন ছোটখাটো প্রেমের প্রকাশ যে কি ভীষণ জরুরি, তা বুঝি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। টাকা জমিয়ে বড় উপহার দেওয়ার প্রয়াসকে মোটেই ছোট করা হয় না তাতে। কিন্তু এমন আন্তরিকতার সত্যিই তুলনা হয় না।

হয়তো সারাটাদিনই কোনও কারণে খারাপ যাচ্ছে সঙ্গীর। বারবার প্রশ্ন আসছে নিজের যোগ্যতা নিয়ে, সে যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এমন অবস্থায় হুট করেই যদি প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া যায়, তাহলে যেন নিমেষে উবে যায় সারাদিনের ক্লান্তি। যেন সমগ্র পৃথিবীর বিপুল হিংসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে সামান্য এক প্রেমের নুড়ি!

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-05-2026 18:04 Page 3



# বিজেপি নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে পুলিশের জালে তৃণমূল নেতা

**সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , দুর্গাপুর ঃ** বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশের জালে দুর্গাপুর নগর নিগমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজীব ঘোষ। তিনি একইসাথে, দলের ব্লক সভাপতির পদে ছিলেন। ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরের তানসেন এলাকায় বুধবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করার সময় বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা তার উদ্দেশ্যে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। যাকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গোপনে দুর্গাপুরের তানসেন মার্কেটে বিজেপির কনভেনার সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে যান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজীব ঘোষ ।সন্তোষবাবু সেই কথা এলাকার বিজেপির নেতা ও কর্মীদেরকে বলেন। তা শুনে সেখানে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা সেখানে আসেন। রাজীব ঘোষকে ঘিরে ধরেন বিজেপি কর্মীরা। তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে পরে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বিজেপির দুই নেতা দিব্যেন্দু রায় ও স্বর্ণেন্দু হালদারের অভিযোগ, রাজীব ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বিরোধী কর্মীদের হুমকি এবং টাকা তোলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বহু বিজেপি সমর্থক আক্রান্ত ও ঘরছাড়া হন এবং সেই ঘটনাগুলিতে রাজীব ঘোষে নাম উঠে এসেছে ।বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, পরিস্থিতির পরিবর্তন বুঝে রাজীব ঘোষ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। তবে বিজেপি স্পষ্ট জানিয়েছে, তাঁকে দলে নেওয়ার প্রশ্নই নেই ।পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানায়, রাজীব ঘোষকে গ্রেফতার করে এদিন সকালে আদালতে পেশ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থাকা সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# বিজেপি নেতাকে প্রাণনাশের হুমকি-থানায় অভিযোগ দায়ের

**নয়া জামানা,বার্নপুর ঃ** পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে বিজেপির এক নেতাকে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। আসানসোল সাউথ (২) মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ব্রিজেশ কুমার ভার্মা বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, গত ২৬ মে মঙ্গলবার বিকেলের পরে একাধিক অজ্ঞাত নম্বর থেকে তাঁকে লাগাতার হুমকি ফোন করা হচ্ছে। তাকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যেই এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ব্রিজেশ কুমার ভার্মার অভিযোগ, প্রথমে তিনি মঙ্গলবার বিকেলে অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। প্রথমে তিনি সেই ফোন এড়িয়ে গেলেও পরে প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি কল আসার পর একটি ফোন রিসিভ করেন। সেই সময় ফোনের ওপার থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তাঁকে ঠিকানা লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি রাস্তায় ফেলে দেওয়া হলেও কেউ জানতে পারবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয় বলে দাবি বিজেপি নেতার ।তিনি বলেন, ফোন করা ঐ ব্যক্তি এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দাবি করে যে সেই ব্যক্তিই তাঁর নম্বর দিয়েছে। যদিও পুরো ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই মনে করছেন ব্রিজেশ ভার্মা। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক পালাবদলের পর অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান বদল করে এখন বিজেপির নাম ব্যবহার করছে। তারা সংগঠনের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে ।এই হুমকি ফোন পাওয়া পরে মঙ্গলবার রাতে তিনি হিরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান বিজেপি নেতা। ঐ বিজেপি নেতার ফোন আসা কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর ।এছাড়াও বিজেপি নেতা বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের অগ্নিমিত্রা পালকেও অভিযোগের কপি ও কলের তথ্য পাঠানো হয়েছে বলে জানান ব্রিজেশ ভার্মা ।তবে হুমকিতে তিনি ভীত নন বলেই দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, ১৫ বছর আগে যেমন ভয় পাইনি, এখনও পাই না। সমাজের জন্য কাজ করেছি, কাউকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করিনি। এখন দলেরই সরকার রয়েছে ।হিরাপুর থানার পুলিশ জানায়, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

# কোচবিহারে মিঠুন চক্রবর্তীর প্রশাসনিক বৈঠক, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর

**প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ** বলিউড অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার কোচবিহার সফরে এসে সার্কিট হাউসে জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সহ জেলার একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ।সূত্রের খবর, বৈঠকে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে কোচবিহারে একটি আধুনিক ক্যান্সার নার্সিংহোম গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মিঠুন চক্রবর্তী। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তোলা এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয় ।এছাড়াও জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়েও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি অভিনেতা-নেতা, তবুও এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ।এদিন সার্কিট হাউস চত্বরে মিঠুন চক্রবর্তীকে এক নজর দেখতে বহু মানুষের ভিড়ও চোখে পড়ে।

# ট্যাংরায় তৃণমূলের কার্যালয় থেকে উদ্ধার ভোটার-আধার কার্ড, চাঞ্চল্য

**নয়া জামানা , কলকাতা ঃ** খাস কলকাতার ট্যাংরা এলাকায় একটি তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটার ও আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কীভাবে ওই কার্যালয়ে এত সংখ্যক পরিচয়পত্র এল, তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাংরা ২ নম্বর লেনের ওই দলীয় কার্যালয়টি বেলেঘাটা বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে কার্যালয়টি বন্ধ ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগ, কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা কার্যালয়ের তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলে একটি আলমারি থেকে বিপুল সংখ্যক আধার ও ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলির অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দাদের বলে দাবি করা হয়েছে ।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া নথিগুলির প্রকৃত মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং কীভাবে সেগুলি সেখানে এল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এলাকার কিছু রাজনৈতিক কর্মী পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতেন, তবে সেগুলি পরে আর ফেরত দেওয়া হতো না। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি ।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিধাননগরের একটি দলীয় কার্যালয় থেকেও বহু ভোটার ও আধার কার্ড উদ্ধারের অভিযোগ সামনে আসে।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ধরনের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

# শান্তি-সম্প্রীতির আবহে ডুয়ার্স জুড়ে পালিত ঈদুল আযহা

**নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ** পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শান্তি, সম্প্রীতি ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে গোটা ডুয়ার্স। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, বানারহাট, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, মালবাজার, বীরপাড়া-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ঈদগাহ মাঠ ও মসজিদে সকাল থেকেই ভিড় জমান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। নতুন পোশাক, প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব। তবে এবারের ঈদুল আযহায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে আসে কুরবানি প্রসঙ্গ। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা, প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং আদালতের পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে বহু এলাকাতেই প্রকাশ্যে কুরবানি থেকে বিরত থাকেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালন করাকেই প্রাধান্য দেন সকলে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির উপর। কারণ, প্রতি বছর কুরবানির সময় বহু গরিব মানুষ মাংস পান, যা অনেক পরিবারের কাছে বছরের বিশেষ প্রাপ্তি হয়ে ওঠে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-05-2026 18:04 Page 4



# পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতেই কি গড়ে উঠেছিল দেশের প্রথম ডাকঘর ?

**নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ** দেশের প্রথম ডাকঘর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে। সময়টা ইংরেজ আমল। সাল ১৮৫০। কাঁথি মহকুমার খেজুরি সেইসময় ছিল এক বন্দর। ইতিহাসের পাতা ঢুঁড়ে যে তথ্য মেলে তা থেকে দেখা যায়, ১৬৭২ সালের পর থেকে খে জুরি পর্তুগিজদের ব্যবসার এক বড়ো ঘাঁটি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ডাকঘরের। অবশেষে তা গড়ে ওঠে ইংরেজ আমলে। শুধু প্রথম ডাকঘর নয়, আরও একটি পালক রয়েছে খে জুরি ডাকঘরের মাথায়। ভারতীয় তার (টেলিগ্রাফ) ব্যবস্থাও প্রথম শুরু হয়েছিল এই ডাকঘর থেকেই। ১৯০৭ সালের ইম্পিরিয়াল গেজেট অব ইন্ডিয়া থেকে এই তথ্য মেলে। তথ্য হল, ১৮৫১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডঃ ডব্লু বি ও'সাউগনেস প্রথম কলকাতা ও খেজুরির মধ্যে তার যোগাযোগের অনুমতি পান। ১৮৫২ সালে শুরু হয়ে যায় কলকাতা-খেজুরি ভায়া ডায়মন্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, মায়াপুর, কুঁকড়াহাটি তার যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রথমে অবশ্য খেজুরি-কুঁকড়াহাটি ৮২ মাইল পথে যোগাযোগ শুরু হয়েছিল ডঃ সাউগনেসের উদ্ভাবিত 'টেলিগ্রাফ সিমাফো' যন্ত্রের সাহায্যে। পরে চালু হয় 'মর্সকোড' পদ্ধতি। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার দু'তিন বছরের মধ্যে এক বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান তৎকালীন পোস্টমাস্টার বাটেলবে তাঁর স্ত্রী মেরি ও পুত্র ইউজিন। তার সঙ্গে সঙ্গেই বিধ্বস্ত হয়ে যায় ডাকঘর। এর পর অবশ্য সেই ডাকঘর নতুন করে চালু করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৬০ বছরের বেশি পার হয়ে খেজুরির গর্ব এখ ন খণ্ডহরে পরিণত। পরিত্যক্ত ডাকঘরকে গ্রাস করেছে গাছপালার ঘন জঙ্গল। এলাকাটি অনেককালই বনবিভাগের অধীন। একটা বিট অফিসও রয়েছে।

স্থানীয় শিক্ষক ও উদ্যোগী মানুষ অমলেন্দু বেরা এ বিষয়ে ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে আমাদের জানান, তপ্রথম যখন ডাকঘর হল তখন এ জায়গার নাম ছিল কেডগিরিদ। তাঁর আক্ষেপ, এই ঐতিহাসিক স্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারও উদ্যোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আমলে স্থানীয় মানুষ ও বিধায়ক সুনির্মল পাইকের উদ্যোগে বহু চিঠি-চাপাটির পর ডাকঘরটি মনুমেন্টের স্বীকৃতি পায়।

সংস্কারের আদেশও আসে। যোগাযোগ ভবন রক্ষণবেক্ষণের চেষ্টাও শুরু হয়। কিন্তু, ক্ষুদ্র রাজনীতির পাল্লায় পড়ে অচিরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তিনতলা বাড়িটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। খেজুরির বর্তমান বিধায়ক রণজিৎ মণ্ডল জানান,

'এই বাড়ি আমাদের একটি হেরিটেজ। মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। আশা করি তিনি পদক্ষেপ নেবেন।' সেইদিকেই তাকিয়ে রয়েছে খেজুরি ও বাংলার মানুষ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।